West Bengal State University

History Honours / Sem- IV / C C- VIII

Kritisundar Sardar

Associate Professor of History

Dr. A.P.J. Abdul Kalam Government College

জ্ঞানদীপ্ত / আলোক প্রাপ্ত স্বৈরশাসনের বৈশিষ্ট্য

জ্ঞানদীপ্ত / আলোক প্রাপ্ত স্বৈরশাসনের বৈশিষ্ট্য

আধুনিক ইউরোপের রূপরেখা কেমন হবে তা সপ্তদশ শতকের শেষ দিকে অনেকটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। স্থান, কাল, পাত্র ভেদে এর রূপ ছিল ভিন্ন ভিন্ন। প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মমতের 'আধুনিকতা', পুঁজিবাদের প্রসার, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার অগ্রগতি, ধর্মনির্ভর বিশ্বাসের পরিবর্তে যুক্তিবাদের বিকাশ অষ্টাদশ শতকের মানুষের মনোজগতে এবং দৈনন্দিন কাজকর্মে যে পরিবর্তন এনেছিল এক কথায় তাকে 'জ্ঞানদীপ্তি (Enlightenment)' বলা যেতে পারে।

এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রাশিয়ার রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডারিক, রাশিয়ার জারিনা দ্বিতীয় ক্যাথারিন, অষ্ট্রিয়ার রাজা দ্বিতীয় যোসেফ প্রমুখ এক প্রজাকল্যানকামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । তবে তাদের শাসনব্যবস্থার মূল চরিত্র ছিল স্বৈরতান্ত্রিক । সেইজন্য তাদের শাসনব্যবস্থা 'জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরশাসন (Enlightened Despotism)' নামে পরিচিত । এর বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল নিম্নরূপ :

এ সময় মানুষ কিছুটা অনুসন্ধিৎসু, যুক্তিবাদী এবং প্রাকৃতিক নিয়মে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল।

- জ্ঞানদীপ্তি / আলোকপ্রাপ্ত দর্শনের ভিত্তি ছিল বিজ্ঞান বিপ্লব। প্রচলিত ধর্মভিত্তিক বিশ্বাসের পরিবর্তে সমস্ত ঘটনা পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে গঠিত যুক্তির দ্বারা ব্যাখ্যা শুরু হয়।

❖জ্ঞানদীপ্ত শাসকরা নিজেদের রাষ্ট্রের প্রতিনিধি মনে করত। তাদের কাছে রাষ্ট্র ও রাজার ভিন্নতা ছিল না। তাদের মতে, দেহকে যেমন মস্তিষ্ক চালনা করে, তেমন রাষ্ট্রকে চালনা করে রাজা। তাদের মতে, দেহকে যেমন মস্তিষ্ক চালনা করে, তেমন রাষ্ট্রকে চালনা করে রাজা। আবার দেহ থেকে মস্তিষ্ককে যেমন পৃথক করা যায় না, তেমন রাজা রাষ্ট্রের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

→জ্ঞানদীপ্ত শাসকরা প্রজাদের কোন মৌলিক অধিকার দেয়নি । তারা নির্বাচনের মাধ্যমে বা প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন গঠনের প্রক্রিয়াও এড়িয়ে গিয়েছিল । শাসনব্যবস্থায় প্রজাদের অংশগ্রহণের বা জনমত প্রতিফলিত হওয়ার কোন ব্যবস্থা ছিল না । ফলে তারা এই নীতি নেয় "প্রজাদের জন্যে সংস্কার করা হলেও প্রজাদের সংস্কার করা হবে না ।"

★ জ্ঞানদীপ্ত শাসকরা মনে করত, রাষ্ট্র সবকিছুর ঊর্ধ্বে । এর জন্য রাজা প্রজা সবাইকে কাজ করতে হবে । রাষ্ট্রের অস্তিত্ব অক্ষুন্ন থাকলে রাজার অস্তিত্ব বজায় থাকবে, আর রাজার অস্তিত্ব বজায় থাকলে প্রজাদের নিরাপত্তা এবং সুখ-সমৃদ্ধি বজায় থাকবে ।

- জ্ঞানদীপ্ত শাসকদের মতে শুধু রাষ্ট্রশাসন এবং রাজস্ব সংগ্রহ করা রাজার একমাত্র কাজ নয়, প্রজাদের মঙ্গলসাধন এবং সমৃদ্ধির জন্য কছু কিছু সংস্কার ও জনকল্যানমূলক কাজ করাও তাদের কর্তব্য । সেই অর্থে তারা নিজেদের রাষ্ট্রের তথা প্রজাদের সেবক মনে করত । প্রাশিয়ার রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডারিক নিজেকে ‘রাষ্ট্রের প্রধান ভৃত্য’ বলে অভিহিত করেছিল ।

- শাসকরা প্রজাদের জন্য এমন সব সংস্কার করেছিল বা উদ্যোগ নিয়েছিন যা কোনভাবেই রাজপদের এবং ক্ষমতার পরিপন্থী না হয় । যেমন-পথঘাট সংস্কার, জলসেচের ব্যবস্থা করা, কৃষকদের শস্যবীজ বিতরণ, ফসলের ক্ষতি হলে কর হ্রাস করা ইত্যাদি ।

এই আলোচনা থেকে বলা যায় যে, অষ্টাদশ শতকের ইউরোপীয় শাসকরা প্রজাদের মঙ্গলের জন্য কিছু কিছু হিতকর সংস্কারকর্ম করলেও তারা কোনভাবেই তাদের স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতা ছাড়তে বা শিথিল করতে রাজী ছিল না । কিন্তু এর পর থেকেই ইউরোপের মানুষ নিজেদের অধিকার, ক্ষমতা এবং শাসকের কতর্ব্য সম্পর্কে আরও বেশি করে সচেতন হয়ে উঠতে থাকে, শেষ পর্যন্ত ফরাসি বিপ্লবের মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি প্রস্তুত করেছিল ।

Europe in 1815